এই গল্পটি ‘এজ ইউ লাইক ইট’ নামক উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত নাটকের একটি রূপান্তর। মন্দের উপর ভালোর জয় নিয়ে এই নাটকের গল্পটি । প্রাচীন কালের ফরাসি দেশে এক ডিউক বা ক্ষুদ্র রাজ্যের নৃপতি তাঁর কনিষ্ঠ ভাই ফ্রেডেরিকের দ্বারা নির্বাসিত হন। তিনি তাঁর সঙ্গীদের সাথে আর্ডেন অঞ্চলের জঙ্গলে বাস করতে শুরু করেন। তার কন্যা রোজালিন্ডও রাজ্য থেকে বহিস্কৃত হয় এবং সে গ্যানিমেড নাম নিয়ে এক গ্রামাঞ্চলের যুবকের বেশ ধারণ করে জঙ্গলে প্রবেশ করে । ফ্রেডেরিকের কন্যা সিলিয়াএলিয়েনা নাম নিয়ে রোজালিন্ডের বোনের ছদ্মবেশে তার সাথে জঙ্গলে চলে যায়।

সেই সময় একজন অপরিচিত ব্যক্তির সাথে তাদের দেখা হয়, যে নিজেকে একজন মেষপালকের ভৃত্য হিসাবে পরিচয় দেয়। মেষপালক তার কুটির বিক্রির চেষ্টায় ছিল, তাই রোজালিন্ড ও সিলিয়া তার কুটির ও সমস্ত মেষ কিনে নেয় এবং তার ভৃত্যকেও তাদের সেবার জন্য বহাল রাখে। তারা নির্বাসিত ডিউককে খুঁজে পাওয়া অবধি ওই স্থানেই থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা জানতো না যে সেই সময় অর্লান্ডোও সেই জঙ্গলে উপস্থিত ছিল। স্যার রোলান্ড তাঁর মৃত্যুকালে কনিষ্ঠ পুত্র অর্লান্ডোকে উপযুক্ত ভাবে মানুষ করার দায়িত্ব দিয়ে যান জ্যেষ্ঠ পুত্র অলিভারকে। অলিভার সেই দায়িত্ব পালন করেনি, এমনকি অর্লান্ডোকে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ থেকেও বঞ্চিত করে সে। এতো উপেক্ষা ও অবহেলা সত্ত্বেও অর্লান্ডো একজন প্রশংসাযোগ্য নব্যযুবক

হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলে, যা অলিভারের মনে প্রবল হিংসার উদ্রেক করে। অর্লান্ডোকে হত্যার পরিকল্পনা করে অলিভারই এক মল্লযুদ্ধের আয়োজন করেছিল। মল্লযুদ্ধে তার ভাইয়ের জয়ের সংবাদ পেয়ে ঈর্ষান্বিত অলিভার এবার অর্লান্ডোকে নিদ্রিত অবস্থায় আগুনে পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত নেয়।

স্যার রোলান্ডের এক পুরোনো এবং অনুগত ভৃত্য এডাম অলিভারের হীন চক্রান্ত সম্বন্ধে জানতে পেরে অর্লান্ডোকে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। সেও অর্লান্ডোর সঙ্গী হয় তার সেবা করার জন্য, এবং যাত্রাকালে তার সমস্ত সঞ্চিত অর্থ সাথে নিয়ে নেয় পথখরচার জন্য।

পূর্বে মল্লযুদ্ধের সময়ে রোজালিন্ড ও অর্লান্ডোর পরিচয় হয়। তারা একে অপরকে ভালোবেসে ফেলে এবং রোজালিন্ড তার গলার হার অর্লান্ডোকে দেয় উপহার হিসেবে। রোজালিন্ডকে মন থেকে মুছে ফেলতে না পেরে অর্লান্ডো জঙ্গলের বিভিন্ন গাছের বাকলে রোজালিন্ডের নাম ও প্রেমের কবিতা খোদাই করে রাখে। সেগুলি রোজালিন্ড ও সিলিয়ার নজরে পড়ে, যদিও তারা এর উৎস সম্বন্ধে অবগত ছিল না। সেই সময় তাদের দেখা হয়ে যায় অর্লান্ডোর সাথে। রোজালিন্ডের উপহার দেওয়া গলার হারটির দরুণ তারা অর্লান্ডোকে চিনতে পারে, কিন্তু তারা নিজেরা ছদ্মবেশে থাকায় অর্লান্ডো তাদের চিনতে পারে না।

অর্লান্ডো স্বীকার করে যে গাছের বাকলে খোদাইগুলি তারই করা এবং সে গ্যানিমেডবেশী রোজালিন্ডএর কাছে উপদেশ চায় । অর্লান্ডোর সাথে মজা করার উদ্দেশ্যে গ্যানিমেড অর্লান্ডোকে তাদের কুটিরে প্রতিদিন আসতে বলে। গ্যানিমেড বলে যে সে রোজালিন্ডের ভূমিকায় অভিনয় করবে আর অর্লান্ডোর কাজ হবে তার পাণিপ্রার্থনা করে তাকে প্রেম নিবেদন করা। তার অভিনীত চরিত্রের খামখেয়ালিপনায় বিরক্ত হয়ে অর্লান্ডো রোজালিন্ডকে বিস্মৃত হবে, এই ছিল গ্যানিমেডের উদ্দেশ্য। অনেকদিন ধরে এই অভিনয় চলা সত্ত্বেও রোজালিন্ডের প্রতি অর্লান্ডোর ভালোবাসায় কোনো ঘাটতি দেখা যায় না। রোজালিন্ড আনন্দিত হয়ে ওঠে।

অর্লান্ডোর কাছে রোজালিন্ড জানতে পেরেছিল তার পিতা অর্থাৎ নির্বাসিত ডিউকের অবস্থান। গ্যানিমেড বেশে সে একবার ডিউকের সাথে সাক্ষাৎও করে, যদিও ডিউক তাকে চিনতে পারেননি।

গ্যানিমেডের সাথে দেখা করতে যাওয়ার সময় একদিন অর্লান্ডো একজন নিদ্রিত ব্যক্তিকে দেখে, যার গলায় জড়িয়ে ছিল একটি বিষধর সাপ। অর্লান্ডো এগোতে সাপটি চলে যায়, আর সেই সময় অর্লান্ডো দেখে নিকটস্থ একটি ঝোপের আড়ালে এক সিংহীকে, যে অলিভারের জেগে ওঠার অপেক্ষায় ছিল। তখনই অর্লান্ডো নিদ্রিত ব্যক্তির মুখটি দেখতে পায়। সে ছিল অলিভার, যার ক্রূরতায় আজ অর্লান্ডোর এই দুর্দশা। তা সত্ত্বেও অর্লান্ডো সিংহীর সাথে লড়াই করে তাকে তাড়ায়, তবে সেই লড়াইতে তার একটি হাত জখম হয়।

অনুশোচনায় দগ্ধ অলিভার অর্লান্ডোর ক্ষমাপ্রার্থী হয়। অর্লান্ডো তাকে সানন্দে ক্ষমা করে। আহত অর্লান্ডো ওলিভারকে পাঠায় গ্যানিমেড ও এলিয়েনার কাছে। গ্যানিমেড ও এলিয়েনার সাথে দেখা করে অলিভার সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে। অর্লান্ডোর সাথে তার পূর্বের দুর্ব্যবহারের কথাও সে স্বীকার করে এবং তার চরম অনুশোচনা ব্যক্ত করে।

অলিভারের প্রবল অনুতাপ দেখে এলিয়েনাবেশী সিলিয়া তাকে ভালোবেসে ফেলে। ইতিমধ্যে অর্লান্ডোর আঘাতের কথা শুনে গ্যানিমেডবেশী রোজালিন্ড জ্ঞান হারায়। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর সে বোঝাতে চেষ্টা করে যে সে অভিনয় করে দেখাচ্ছিল অর্লান্ডোর খবরে রোজালিন্ডের প্রতিক্রিয়া কি হতো, কিন্তু তার ফ্যাকাশে মুখ দেখে অলিভার সেই কথা বিশ্বাস করে না।

অর্লান্ডোর কাছে ফিরে গিয়ে অলিভার তাকে গ্যানিমেডের মূর্ছা যাওয়ার বিবরণ দেয়, ও তার সাথে এলিয়েনার প্রতি তার ভালোবাসারও ঘোষণা করে। অলিভার মনস্থির করে যে সে ওই জঙ্গলেই মেষপালক হয়ে তার জীবন কাটাবে। তার সমস্ত সম্পত্তি সে অলিভারকে দিয়ে দিতে চায়। অর্লান্ডো প্রস্তাব করে যে অলিভার ও এলিয়েনার উচিৎ পরের দিনই তাদের বিয়ে সেরে ফেলা। সেইমত তারা গ্যানিমেড আর এলিয়েনার সাথে দেখা করতে যায়।

অলিভার এলিয়েনার পাণিপ্রার্থনা করে তার সাথে একান্তে কথা বলতে যায়। সেই সময় অর্লান্ডো গ্যানিমেডকে তার মনের কথা বলে। তার ইচ্ছা তারও বিবাহ একই দিনে সম্পন্ন হোক রোজালিন্ডের সাথে। গ্যানিমেড বলে তার জাদুবলে সে অর্লান্ডোর বাসনা পূর্ণ করতে পারে, যা শুনে অর্লান্ডো একাধারে বিস্মিত ও পুলকিত হয়।

অলিভার, অরলান্ড ও এলিয়েনা পরের দিন সকালে পৌঁছোয় নির্বাসিত ডিউকের কাছে। এই সময় রোজালিন্ডও ডিউকের কাছে পৌঁছোয় ও তাঁকে প্রশ্ন করে তিনি রোজালিন্ড ও অর্লান্ডোর বিবাহে সম্মত কিনা। ডিউক সম্মত হতে গ্যানিমেড অর্লান্ডোকে প্রশ্ন করে সে রোজালিন্ডকে বিবাহ করতে রাজি কিনা। অর্লান্ডো তার সম্মতি জানাতে রোজালিন্ড ও এলিয়েনা তাদের কুটিরে প্রবেশ করে ও কিছু পরে তাদের নিজরূপে বেরিয়ে আসে।

দুই প্রেমিক যুগলের বিবাহ জঙ্গলেই সাঙ্গ হয়। বিবাহের অনুষ্ঠান ছিল সহজ সরল, কিন্তু তাদের সবার মনে ছিল গভীর প্রশান্তি ও আনন্দ। ভোজন চলাকালীন এক দূত মারফৎ তাদের কাছে সংবাদ পৌঁছোয় যে ফ্রেডেরিক নির্বাসিত ডিউকের রাজ্য তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। ফ্রেডেরিক আর্ডেনের জঙ্গলে তাঁর সাথীদের নিয়ে আসছিলেন নির্বাসিত ডিউককে হত্যার উদ্দেশ্যে, কিন্তু পথে এক সাধুর সংস্পর্শ তাঁর মধ্যে আমূল পরিবর্তন এনে দেয়। ডিউক অবশেষে তাঁর প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করলেন কঠিন সময়ে তাঁর পাশে থাকা সকল অনুগামীদের সাথে নিয়ে।